بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلّي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ

খণ্ড 1

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৩০০ টাকা

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 13

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

বৃহস্পতিবার, 2 রা জুন, 2016   2 এহসান, 1395 হিজরী শামসী   25 শা'বান 1437 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহর কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর সুরক্ষার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হউক। আমীন।

হৃদয়ে জ্যোতিঃ সঞ্চারের জন্য এটি উত্তম মাস। এই মাসে অধিকমাত্রায় দিব্যদর্শন লাভ হয়। নামায আত্মশুদ্ধি করে এবং রোযা হৃদয়কে জ্যোতির্মন্ডিত করে তোলে। আত্ম-শুদ্ধির অর্থ হল, অবাধ্য আত্মার প্রবৃত্তি থেকে দূরত্ব সৃষ্টি, এবং হৃদয়ে জ্যোতি সঞ্চারের অর্থ হল দিব্য দর্শনের পথ উন্মুক্ত হওয়া, যেন সে খোদাকে দর্শন করতে পারে।

বাণী ঃ হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)

দরসুল কুরআন

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا اَوْ عَلٰى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ اَيَّامٍ اُخَرَ ۗ يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ۫ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰىكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ○ وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِيْ عَنِّيْ فَاِنِّيْ قَرِيْبٌ ۗ اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۙ فَلْيَسْتَجِيْبُوْا لِيْ وَلْيُؤْمِنُوْا بِيْ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ○ (البقرہ:186،187)

রমযান সেই মাস যাহাতে নাযেল করা হইয়াছে কুরআন যাহা মানবজাতির জন্য হেদায়াত স্বরূপ এবং হেদায়ত ও ফুরকান (হক ও বাতিলে মধ্যে পার্থক্যকারী) বিষয়ক সুস্পষ্ট প্রমাণাদি স্বরূপ। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে কেহ এই মাসকে পায়, সে যেন ইহাতে রোযা রাখে; কিন্তু যে কেহ রুগ্ন অথবা সফরে থাকে তাহা হইলে অন্য দিনে গণনা পূর্ণ করিতে হইবে; আল্লাহ তোমাদের জন্য স্বাচ্ছন্দ্য চাহেন এবং তোমাদের জন্য কাঠিন্য চাহেন না, এবং যেন তোমরা গণনা পূর্ণ কর এবং আল্লাহর মহিমা কীর্তন কর এই জন্য যে, তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দিয়াছেন এবং যেন তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

দরসুল হাদীস

''مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ فَلَا يَقْضِيْهِ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ وَلَوْ صَامَ الدَّهْرَ۔'' (مسند دارمی باب مَنْ اَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا)

মহানবী (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কোন কারণ ছাড়ায় রমযানের একটি রোযাও ত্যাগ করে সে ব্যক্তি যদি পরবর্তীকালে সারা জীবনও এর পরিবর্তে রোযা রাখে তবু তা পূর্ণ হবে না এবং তার সেই ভুল সংশোধিত হবে না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী:

থেকে রমযান মাসের মহত্ব প্রতীয়মান হয়। সুফীগণ লিখেছেন যে, হৃদয়ে জ্যোতির সঞ্চারের জন্য এটি উত্তম মাস। এই মাসে অধিকমাত্রায় দিব্যদর্শন লাভ হয়। নামায আত্মশুদ্ধি করে এবং রোযা হৃদয়কে জ্যোতির্মন্ডিত করে তোলে। আত্ম-শুদ্ধির অর্থ হল, অবাধ্য আত্মার প্রবৃত্তি থেকে দূরত্ব সৃষ্টি, এবং হৃদয়ে জ্যোতি সঞ্চারের অর্থ হল দিব্য দর্শনের পথ উন্মুক্ত হওয়া, যেন সে খোদাকে দর্শন করতে পারে। شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ এই আয়াতে এ বিষয়ের দিকেই ইঙ্গিত রয়েছে যে এতে কোন সন্দেহ নাই যে, রোযার প্রতিদান মহান। কিন্তু বিভিন্ন প্রকারের ব্যধি ও প্রয়োজনাদি মানুষকে এই নিয়ামত থেকে বঞ্চিত রাখে। ....একবার আমার মনে উদয় হল যে, ফিদিয়া কেন নির্ধারণ করা হয়েছে। বুঝলাম তৌফিক দানের জন্য। এর ফলে যেন রোযা রাখার সামর্থ্য অর্জিত হয়। খোদা তা'লাই সামর্থ্য দান করে থাকেন এবং সমস্ত জিনিস খোদা তা'লার নিকটই চাওয়া উচিত। খোদা তা'লা সর্বশক্তিমান, যদি তিনি চান তাহলে একজন জরাক্রান্ত ব্যক্তিকে রোযা রাখার শক্তি সামর্থ্য প্রদান করতে পারেন। অর্থাৎ ফিদিয়ার উদ্দেশ্য এটাই যে ঐ শক্তি যেন অর্জিত হয় আর এটি খোদা তা'লার অনুগ্রহে হয়ে থাকে। সুতরাং আমার নিকট উত্তম পন্থা হল (মানুষ) যেন দোয়া করে যে, হে আল্লাহ! এটি তোমার বরকতপূর্ণ মাস এবং আমি এর থেকে বঞ্চিত থেকে যাচ্ছি। কে জানে আগামী বছর জীবিত থাকব কিনা। অথবা এই অপূর্ণ রোযাগুলি পূর্ণ করতে পারবো কিনা। এবং তাঁর নিকট হতে সামর্থ্যের আকাঙ্খা করলে আমার বিশ্বাস, এমন হৃদয়কে আল্লাহ তা'লা শক্তি প্রদান করবেন।

যদি আল্লাহ তা'লা চাইতেন তাহলে অন্য উম্মতের মতো এই উম্মতেও কোন বাধ্যতা (বন্ধন) রাখতেন না। কিন্তু তিনি বাধ্যতা মঙ্গলের জন্যই রেখেছেন। আমার নিকট প্রকৃত বিষয় হল এই যে, যখন মানুষ সততা ও পূর্ণ নিষ্ঠার সহিত খোদার নিকট প্রার্থনা করে যে, এই মাসে আমাকে বঞ্চিত রেখোনা তখন খোদা তা'লা তাকে বঞ্চিত রাখেন না। এবং এমন অবস্থায় যদি মানুষ রমযান মাসে অসুস্থ হয়ে যায় তখন এই অসুস্থতা তার পক্ষে আশিষ স্বরূপ হয়। কেননা প্রতিটি কর্মের ফলাফল 'নিয়্যতে'র উপর নির্ভরশীল। মো'মিনের উচিত নিজ সত্তার মাধ্যমে নিজেকে খোদা তা'লার রাস্তায় নির্ভীক সাব্যস্ত করা। যে ব্যক্তি রোযা থেকে বঞ্চিত হয় কিন্তু তার অন্তরে রোযা রাখার ব্যকুলতা থাকে যে, হায়! যদি আমি সুস্থ্য থাকতাম এবং রোযা রাখতাম এবং তার অন্তর এর জন্য ক্রন্দনরত থাকে তখন ফেরেস্তারা তার জন্য রোযা রাখবে। শর্ত এটাই যদি সে বাহানা বা ওজর না খোঁজে তবে খোদা তা'লা কখনো তাকে পুণ্য থেকে বঞ্চিত রাখবে না।

এটি সূক্ষ্ম বিষয়, যদি কোন ব্যক্তির জন্য রোযা রাখা কঠিন হয় (নিজের আত্মার অলসতার জন্য) আর নিজের মনে ধারণ করে বসে যে

এর পর আটের পাতায়...

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

রমযানুল মুবারকের সাথে তাহরীকে জাদীদের গভীর সম্পর্ক

তাহরীকে জাদীদের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বরকতমন্ডিত রমযান মাসের সঙ্গে তাহরীকে জাদীদের গভীর সম্পর্কের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন,

" যদি তোমরা রমযান থেকে লাভবান হতে চাও তবে তাহরীকে জাদীদকে মেনে চল, আর যদি তাহরীদের উপকার করতে চাও তবে সঠিকভাবে রমযান থেকে উপকৃত হও। সাধারণভাবে জীবনযাপন করা, পরিশ্রম ও কষ্ট করা এবং নিজেকে ত্যাগ স্বীকারে অভ্যস্ত করে তোলাই হল তাহরীকে জাদীদ। রমযান তোমাদেরকে এই শিক্ষা দিতেই এসে থাকে। অতএব যে উদ্দেশ্যে রমযান এসেছে তা অর্জন করার জন্য সংগ্রাম রত থাক। প্রত্যেক ব্যক্তি চেষ্টা করা উচিত, তার রমযান যেন তাহরীক জাদীদ সম্বলিত হয় এবং এবং তাহরীক জাদীদ যেন রমযান সম্বলিত হয়। রমযান যেন আমাদের আমিত্বকে ধ্বংস করে এবং এবং তাহরীক জাদীদ আমাদের আত্মাকে সঞ্জীবিত করে। তাই আমি যখন বলি যে, রমযান থেকে লাভবান হও, তখন এর অর্থ ছিল যে, তাহরীকে জাদীদের উদ্দেশ্যাবলীকে তোমরা রমযানের আলোকে বোঝ। আর যখন আমি বললাম যে, তাহরীকে জাদীদের প্রতি দৃষ্টি দাও তখন ভিন্ন বাক্যে এর অর্থ হল, তোমরা প্রত্যেক অবস্থায় নিজেদের উপর রমযানে অবস্থা সৃষ্টি করে রাখ এবং নিজেদেরকে প্রকৃত ও নিরবিচ্ছিন্ন ত্যাগ স্বীকারে অভ্যস্ত করে তোল। যে রমযান প্রকৃত ত্যাগ ছাড়াই অতিক্রান্ত হয়ে যায় সেটি রমযান নয় এবং যে তাহরীকে জাদীদ আত্মার সতেজতা ছাড়া অবিহিত হয় সেটি তাহরীক জাদীদ নয়। "

(খুতবা জুমা, ৪ নভেম্বর, ১৯৩৮)

এই প্রসঙ্গেই ১১ই নভেম্বর, ১৯৩৮ সালের খুতবা জুমায়র শেষে হুযুর (রা.) জামাতকে তাহরীক জাদীদের জন্য চাঁদাদানকারীদের জন্য বিশেষ দোয়ার আহ্বান করে তিনি (রা.) বলেন,

" রমযানের আগামী শেষ দশ দিনকে তাহরীকে জাদীদ বিষয়ক পূর্বের কুরবানী সমূহের জন্য কৃতজ্ঞতাস্বরূপ এবং ভবিষ্যতের জন্য শক্তি অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যায় কর। যারা বিগত বছরগুলিতে কুরবানী করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন তারা এর জন্য আল্লাহ তা'লার কাছে কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করুন এবং প্রত্যেক দোয়াকারী প্রতেক কুরবানীকারীর জন্য দোয়া করুন যে, ধর্মের গৌরব ও মর্যাদা এবং দৃঢ়তার জন্য সে যে ত্যাগ স্বীকার করেছে তার প্রতিদানে আল্লাহ তা'লা তার উপর কৃপা ও রহমত বর্ষন করুন। এবং যে ভালবাসা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সে খোদার পথে কুরবানী করেছিল সেই অনুযায়ী তার প্রতি ভালবাসা ও কল্যাণ নাযেল করুন। আমীন॥"

(আল ফযল, ১৫ই নভেম্বর ১৯৩৮, পৃষ্ঠা-৪)

দৈনিক আল ফযল কাদিয়ান ২৯ শে নভেম্বর, ১৯৩৮ সালে প্রকাশিত ঘোষণা অনুযায়ী জামাতের একনিষ্ঠ সদস্যগণের প্রথম থেকেই রীতি হল, তারা সব সময় রমযান মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত অঙ্গিকারকৃত তাহরীকে জাদীদের চাঁদা একশত ভাগ পরিশোধ করে আল্লাহ তা'লার কৃপারাজি ও বরকত অর্জন করার চেষ্টা করেন। অতএব, আমরা যেহেতু আল্লাহ তা'লার কৃপায় আরও একবার অশেষ ঐশী রহমত ও বরকতের ধারক এই পবিত্র রমযান মাসে প্রবেশ করতে চলেছি, তাই তাহরীকে জাদীদের প্রত্যেক সাহায্যকারীর নিকট আবেদন এই যে, জামাতের এই অনন্য রীতি বজায় রেখে ২০ শে রমযান অর্থাৎ ২৭শে জুন তারিখ পর্যন্ত নিজেদের চাঁদা সম্পূর্ণ রূপে পরিশোধ করে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর দোয়া থেকে অধিক অংশ গ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করুন। আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে সকলকে অনেক অনেক তৌফিক দান করুন। আমীন॥

সমস্ত জেলা ও স্থানীয় স্তরীয় আমীরগণ, সদর, সেক্রেটারী তাহরীকে জাদীদ ও মুবাল্লিগ ইনচার্জ সাহেবগণের নিকট আবেদন করা হচ্ছে যে, অনুগ্রহপূর্বক নিজের নিজের জামাতের একশত ভাগ চাঁদা দানকারীগণের তালিকা ২৭ জুনের পূর্বে ডাকযোগে এবং ৩রা জুলাই পর্যন্ত ফ্যাক্স বা ই-মেল যোগে ওকালত তাহরীকে জাদীদ কাদিয়ানে প্রেরণ করুন। যাতে সমস্ত জামাতের সম্মিলিত তালিকা ২৯ শে রমযানের ইজতেমায়ী দোয়ায় হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে পেশ করা যায়। জাযাকুমুল্লাহ॥

(ওকীলুল মাল তাহরীকে জাদীদ, কাদিয়ান)

রমযানের বরকতে ওয়াকফে জাদীদের বরকত এবং ওয়াকফে জাদীদের বরকতে রমযানের বরকত

এটি আমাদের সৌভাগ্য যে, আরও একবার আমরা অশেষ ঐশী রহমত ও বরকতের ধারক রমযানুল মুবারকের পবিত্র মাসে প্রবেশ করতে চলেছি। আলহামদো লিল্লাহ।

সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) ১৯৯৮ সালে ওয়াকফে জাদীদের নতুন বছরের ঘোষণা করতে গিয়ে বলেন,

" এখন রমযান মাস চলছে, আর এই বিষয়টিকে রমযানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে চাই যা প্রকৃতপক্ষে ওয়াকফে জাদীদের জন্যই আরম্ভ করা হয়েছিল। আর সেটি হল, রমযানের বরকতে ওয়াকফে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের বরকতে রমযান যেন অংশীদার হয়। আল্লাহ তা'লার রাস্তায় ব্যায়কারীদের জন্য সুসংবাদ দিয়ে তিনি বলেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, ' প্রত্যেক প্রভাতে দুই জন ফিরিস্তা নেমে আসেন। তাদের মধ্যে একজন বলেন, হে আল্লাহ ব্যায়কারী অকৃপণকে আরও বেশি করে দাও এবং তার পদাঙ্ক অনুসারীর দল সৃষ্টি কর। দ্বিতীয় ফিরিস্তা বলেন, হে আল্লাহ! মজুতকারী কৃপণ ব্যক্তিকে ধ্বংস কর এবং তার সম্পদকে ধ্বংস করে দাও।' এর মধ্যে থেকে প্রথম অংশটি তো স্পষ্ট। আল্লাহ তা'লার পথে ব্যায়কারীদের জন্য ফিরিস্তারা দোয়া করে থাকেন এবং তাদের পদাঙ্ক অনুসরণকারীদের জন্যও দোয়া করেন বিশেষ করে যারা রমযান মাসে খরচ করে। অতএব আপনারা নিজেদের পুণ্যকর্মের ক্ষেত্রে অল্পবয়স্কদেরকেও সাথে নিন, নিজেদের প্রতিবেশী ও পরিচিতদেরকেও সাথে নিন যাতে পুণ্যের বিষয়টি ব্যাপকতা লাভ করে এবং জগতজুড়ে ব্যাপৃত হয়। এটি একটি এমন কর্ম যা আল্লাহ তা'লার পক্ষ থেকে সূচিত ধারার অনুকুলে প্রবাহিত হবে। ফিরিস্তারা দোয়া করবেন এবং আপনারা যখন পুণ্যের দিকে অগ্রসর হতে থাকবেন তখন অত্যন্ত দ্রুততার সাথে আল্লাহ তা'লা তাঁর পথে ব্যায়কারীদের সম্পদে আরও বরকত দিবেন। এই বরকতের দৃষ্টান্ত আমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করছি। গোটা পৃথিবীতে এমন ব্যায়কারীদেরকে আল্লাহ তা'লা আরও বেশি সমৃদ্ধ করছেন এবং তাদের মতই আরও অনেককে সৃষ্টি করছেন, যার ফলে আহমদীয়াতের ক্রমবর্ধমান ব্যয়ভার অতি সহজেই নির্বাহ হচ্ছে।

(খুতবা জুমা, ২রা জানুয়ারী, ১৯৮৮, মসজিদ ফযল লন্ডন)

ইনশাল্লাহ পূর্বের ন্যায় এবছরও রমযান মাসের শেষে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা পূর্ণরূপে পরিশোধকারীে ব্যক্তিদের নাম সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে পেশ করা হবে। অতএব ওয়াকফে জাদীদের সমস্ত সংগ্রামীদের নিকট আবেদন যে, তারা যেন রমযান মাসে চাঁদা সম্পূর্ণ পরিশোধ করে সৈয়্যদানা হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর দোয়ার অংশীদার হয়। এবং জামাতের সমস্ত পদাধিকারীগণ , মুবাল্লিগ ও মুয়াল্লিমগণের নিকট আবেদন করা হচ্ছে যে, তারা যেন এই মাসে ওয়াকফে জাদীদের সমস্ত চাঁদা পরিশোধকারীদের নামের তালিকা প্রেরিত ফর্মে পূর্ণ করে ২৫ শে রমযানুল মুবারক পর্যন্ত এই দফতরে প্রেরণ করেন। জাযাকুমুল্লাহ॥

আল্লাহ তা'লা আমাদেরকে নিজেদের চাঁদার দিকে লক্ষ্য রেখে নিজেদের দায়িত্ব পালনপূর্বক হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর প্রত্যাশার উর্দ্ধে প্রবৃদ্ধিসহকারে ওয়াকফে জাদীদের লক্ষ্যমাত্রা যথাশীঘ্র পুরণ করার তৌফিক দান করুন। আমীন॥

(নাযিম মাল, ওয়াকফে জাদীদ, ভারত)

জুমআর খুতবা

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবি এবং জামাতের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর মান্যকারীদের ওপর মুসলমানদের পক্ষ থেকে অব্যাহতভাবে এই অপবাদ আরোপ করা হয় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নবী হওয়ার দাবি করে বা আমরা মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নবী হিসেবে মেনে খতমে নবুয়্যতকে অস্বীকার করেছি। অথচ আমরা জানি যে, এটি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা আর আমাদের বিরুদ্ধে একটি অপবাদ।

পূর্বের চেয়ে বেশি ইসলামের কথা শিখুন, বন্ধুদেরকে বা সাথীদের বলুন যে, আমরা মুসলমান আর ইসলামী শিক্ষা মেনে চলি। রসূলে করীম (সা.)-কে খাতামান্নাবিঈন মানি। আর তাঁর (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই আগমনকারী মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মহানবী (সা.)-এর দাস এবং অধীনস্ত নবী মানি।

যখনই বিরোধিতা বৃদ্ধি পেয়েছে এসব বিরোধিতা জামাতের উন্নতির ক্ষেত্রে উর্বরক হিসেবে কাজ করেছে। এটি নিয়ে আমরা কখনো চিন্তিত ছিলাম না, চিন্তিত নই এবং চিন্তা হওয়া উচিতও নয়। বর্তমান বিরোধিতার ফলেও প্রচার মাধ্যমে জামাত ব্যপকভাবে পরিচিত হয়েছে যা হয়তো এত স্বল্প সময়ে আমাদের জন্যও করা সম্ভব ছিল না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাঁর মনীব এবং অনুসরনীয় নেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মর্যাদা এবং মাকামকে শুধু জ্ঞানগত বা যৌক্তিক দিক থেকেই প্রমাণকারী ছিলেন না বরং তার শিক্ষা এবং কর্মের মাধ্যমে ইসলামিক শিক্ষারও ব্যবহারিক প্রতিফলন ঘটে।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক বায়তুল ফুতুহ্ মসজিদ-এ প্রদত্ত ২৯ শে এপ্রিল, ২০১৬, এর জুমুআর খুতবা (২৯ শে শাহাদত,১৩৯৫ হিজরী শামসী)

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ - مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ - اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ - صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দাবি এবং জামাতের প্রতিষ্ঠা লগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর মান্যকারীদের ওপর মুসলমানদের পক্ষ থেকে অব্যাহতভাবে এই অপবাদ আরোপ করা হয় যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নবী হওয়ার দাবি করে বা আমরা মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নবী হিসেবে মেনে খতমে নবুয়্যতকে অস্বীকার করেছি। অথচ আমরা জানি যে, এটি সম্পূর্ণভাবে মিথ্যা আর আমাদের বিরুদ্ধে একটি অপবাদ। আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষা অনুসারেই মুহাম্মদ (সা.)-এর খতমে নবুয়্যতে তাদের চেয়ে বেশি বিশ্বাসী এবং সেটিকে মেনে চলি আর আমাদের হৃদয় রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর প্রেমে পরিপূর্ণ এবং তাঁর ধর্মকে পৃথিবীতে প্রচার করি,যেভাবে মুসলমানদের অন্যান্য ফিরকা তা প্রকাশ করে বা মান্য করে। বরং সত্যিকার অর্থে অন্যান্য মুসলমানরা মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদাকে তার লক্ষ ভাগের এক ভাগও বোঝে নি যতটা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শিক্ষার কারণে আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আহমদীরা অনুধাবন করেছে।

যাইহোক খতমে নবুয়্যতকে ভিত্তি করে অন্যান্য মুসলমানরা সবসময় আহমদীদের বিরোধিতা করে আসছে আর বিভিন্ন সময়ে কোন না কোন অজুহাতে এই উত্তেজনা অনেক বেড়ে যায় বা নামধারী বিভিন্ন আলেম এবং বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে এই প্রেক্ষাপটে মুসলমানদেরকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করা হয়।

সম্প্রতি গ্লাসগো-তে যে আহমদীর শাহাদাতের ঘটনা ঘটেছে এর ভিত্তিতে বিরোধীরা আত্মরক্ষার জন্য এটিকে ধর্মীয় আবেগের নামে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু সরকারের ইতিবাচক মনোভাব এবং প্রচার মাধ্যমের সীমাহীন আগ্রহের কল্যাণে এরা বাহ্যত কিছুটা ক্ষমা প্রার্থনা সুলভ মনোভাব প্রকাশ করেছে। মুসলমানদের অনেক সংগঠন বরং মুসলমানদের সবচেয়ে বড় সংগঠনের এই মনোবৃত্তিই ছিল। কিন্তু একই সাথে তারা এই হঠকারিতারও বহিঃপ্রকাশ করে যে, আহমদীরা অবশ্যই মুসলমান নয়। তাদের মসজিদ গুলিতে এ কথা প্রকাশের ক্ষেত্রে তারা সীমা ছাড়িয়ে যায়। আর জনসাধারণের হৃদয়ে এই বিষয়ে এরা এতটাই বিষদগার করেছে যে, মুসলমান শিশুরা যাদের হয়তো কলেমাও ভালোভাবে জানা নেই, যারা হয়তো জানেই না যে, খতমে নবুয়্যত কি জিনিস, তারা স্কুলে আহমদী ছেলে মেয়েদের বলে যে, তোমরা মুসলমান নও। কোন কোন ছেলে মেয়েরা সম্প্রতি আমাকে লিখেছে যে, আমাদের সাথে স্কুলে এমন ব্যবহার হয়। আমি তাদেরকে এটিই বলি যে, পূর্বের চেয়ে বেশি ইসলামের কথা শিখুন, বন্ধুদেরকে বা সাথীদের বলুন যে, আমরা মুসলমান আর ইসলামী শিক্ষা মেনে চলি। রসূলে করীম (সা.)-কে খাতামান্নাবিঈন মানি। আর তাঁর (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই আগমনকারী মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মহানবী (সা.)-এর দাস এবং অধীনস্ত নবী মানি। যাহোক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আহমদীদের বিরুদ্ধে কিছুদিন পরপরই এই উত্তেজনা মাথা চাড়া দেয় আর এখন যেহেতু প্রচার মাধ্যম এবং দ্রুত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে বিরোধি এবং বিরোধিতা সর্বত্র পৌঁছে যায় তাই পৃথিবীর কোন দেশই এখন নৈরাজ্যবাদী ও নামধারী মুসলমানদের হাত থেকে নিরাপদ নয়। এরা আফ্রিকাতেও পৌঁছে যায় যেখানে এরা পূর্বে কখনো যায় নি, আর যে অঞ্চলের মানুষ

ছিল বিধর্মী বা খ্রিষ্টান বা মুসলমান থাকলেও নাম সর্বস্ব সেখানে গিয়ে আহমদীরা যখন জামাত প্রতিষ্ঠা করে ও মসজিদ নির্মাণ করে, তারা এখন এমন স্থানেও পৌঁছে যায় আর গিয়ে বলে যে, আহমদীরা মুসলমান নয়। যাহোক তাদের আক্রমণ আর তাদের অস্ত্রের এটিই স্বরূপ। আর এ কারণে ইউরোপেও তারা পৌঁছে আর একই কারণে তাদের মসজিদ, মাদ্রাসা বা ঘরে তারা যে শিক্ষা দেয় তার ফলে সন্তান -সন্ততির ওপর এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে এবং তাদের মন-মস্তিষ্ককে বিষিয়ে তুলছে, কিন্তু তারা যেখানেই পৌঁছুক না কেন আমাদের সকল ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতীদের জন্য আবশ্যক হবে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে সত্যিকার জ্ঞান অর্জন করা। সেই শিক্ষা সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞান অর্জন করা যা এই যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে অবহিত করেছেন এবং শিখিয়েছেন। জামাতে আহমদীয়া এর ওপরই প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্ তা'লার শেষ শরীয়তধারী নবী, শরীয়তের দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর সত্তায় নবুয়্যতের সমাপ্তি ঘটেছে অর্থাৎ এখন আর নতুন কোন শরীয়ত নাযেল হতে পারে না আর কুরআন শরীফ শরীয়তের শেষ গ্রন্থ। অনুরূপভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর দাসত্বে ও আনুগত্যে এসেছেন এবং তাঁর শরীয়তকে পৃথিবীতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবেন, মুহাম্মদ (সা.)-এর শরীয়তকেই পৃথিবীতে প্রচার করবেন।

যাহোক জামাতের সাথে আমরা সব সময় আল্লাহ্ তা'লার এই ব্যবহার দেখেছি যে, যখনই বিরোধিতা বৃদ্ধি পেয়েছে এসব বিরোধিতা জামাতের উন্নতির ক্ষেত্রে উর্বরক হিসেবে কাজ করেছে। এটি নিয়ে আমরা কখনো চিন্তিত ছিলাম না, চিন্তিত নই এবং চিন্তা হওয়া উচিতও নয়। বর্তমান বিরোধিতার ফলেও প্রচার মাধ্যমে জামাত ব্যপকভাবে পরিচিত হয়েছে যা হয়তো এত স্বল্প সময়ে আমাদের জন্যও করা সম্ভব ছিল না। এর কল্যাণে এখানে এই দেশেও এদিকে গভীর মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে। এছাড়া অনেক আহমদী যুবক যারা ধর্মে খুব একটা আগ্রহ রাখতো না, যাদের অনেকেরই জামাতের সাথে খুব একটা উঠাবসা ছিল না বা আসা যাওয়া হতো না, কেবল ঈদের সময় আসতো বা সম্পর্ক থাকলেও তা অগভীর ছিল এখন প্রচার মাধ্যমের সুবাদে তারাও জানতে পেরেছে যে, আমরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে নবী মানি, কিন্তু তা রসূলে করীম (সা.)-এর দাসত্বে এবং আনুগত্যে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর দাসত্বের দায়িত্ব কিভাবে পালন করেছেন আর খাতামান্নাবীঈন হিসেবে তাঁর (সা.) মর্যাদা কিভাবে প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়েছেন, কিভাবে আমাদের পথ-নির্দেশনা দিয়েছেন এ সংক্রান্ত হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু উক্তি আমি উপস্থাপন করবো। তিনি (আ.) বলেন,

"নিশ্চিতভাবে স্মরণ রেখো কোন ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না আর মুহাম্মদ (সা.)-এর অনুসারী হিসেবে গণ্য হতে পারে না যতক্ষন সে মুহাম্মদ (সা.)-কে খাতামান্নাবিঈন বলে বিশ্বাস না করবে, এবং যতক্ষন এসব নিত্য নতুন কথার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করবে" (অর্থাৎ এই যে, নতুন নতুন কথা, বিভিন্ন যিকির আযকার, বিভিন্ন প্রকার বিদআত এবং নতুন কথার উদ্ভাবন যা মানুষ করেছে এগুলো থেকে যতক্ষন বিচ্ছিন্ন না হবে, ততক্ষন মুসলমান আখ্যায়িত হতে পারে না। এগুলোর সূচনা মসীহ্ মওউদ (আ.) করেন নি বরং বিভিন্ন আলেম এবং মাশায়েখ এর সূচনা করেছে। তিনি বলেন, যতক্ষন এগুলোর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন না করবে) "আর কথায় এবং কর্মে তিনি (সা.)-কে খাতামান্নাবিঈন না মানবে ততক্ষন সে কিছুই নয়।"

অতএব,এগুলো কেবল মৌখিক দাবি নয় বরং প্রকৃতই মহানবী (সা.)-কে খাতামান্নাবিঈন মানা আবশ্যক, যদি না মানে তাহলে তিনি বলছেন যে, এমন ব্যক্তি মূল্য হীন। তিনি বলেন, "সাদী কতই না সুন্দর লিখেছেন, (ফারসি পঙক্তি) যার অর্থ হল তাকওয়া এবং খোদাভীতি আর নিষ্ঠা এবং স্বচ্ছতা লাভের চেষ্টা কর, কিন্তু মুস্তফা (সা.)-এর রীতিকে লঙ্ঘন করো না।"

তিনি বলেন, "আমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য যার বাস্তবায়নের জন্য খোদা তা'লা আমাদের হৃদয়ে আবেগ এবং প্রেরণা সঞ্চার করেছেন তা হলো হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নবুয়্যত প্রতিষ্ঠা করা যা আল্লাহ্ তা'লা চিরকালের জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন, আর সকল মিথ্যা নবুয়্যতকে চূর্ণ বিচূর্ণ করা, যার সূচনা এরা নিজেদের বিদআত-এর মাধ্যমে করেছে।"

নিত্য নতুন কথা উদ্ভাবন করে রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর নবুয়্যত থেকে এরা বিচ্যুত। এরাই খতমে নবুয়্যতের মোহর লঙ্ঘন করছে। তিনি বলেন, "এসব পীরদের দেখ আর তাদের বাস্তবিক কর্মবিধি লক্ষ্য কর দেখ যে, মুহাম্মদ (সা.)-এর নবুয়্যতে আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি নাকি এরা? কেবল মৌখিকভাবে খাতামান্নাবিঈন মান্য করবে অথচ নিজেদের পছন্দমত কাজ করবে, আর নিজেদের মত একটি পৃথক শরিয়ত তৈরি করবে-এটিই খতমে নবুয়্যতের পেছনে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বলে মনে করা ঘোর অন্যায় এবং ধৃষ্টতা। বাগদাদী নামায, মাকূস নামায ইত্যাদি কোন কোন মুসলমান দল আবিষ্কার করে রেখেছে। কুরআন শরীফ এবং রসূলে করীম (সা.)-এর পবিত্র জীবনাদর্শে এর কোন চিহ্ন পাওয়া যায় কি? অনুরূপভাবে 'ইয়া শেখ আব্দুল কাদের জিলানী শাইয়ান লিল্লাহ্' বলার প্রমাণ কুরআনে কোন স্থানে আছে কি? রসূলে করীম (সা.)-এর যুগে শেখ আব্দুল কাদের জিলানীর অস্তিত্বই ছিল না। প্রশ্ন হলো কে এটি শিখিয়েছে? কিছুটা লজ্জিত হও, ইসলামী শরীয়ত অনুসরণ এবং শরীয়ত মেনে চলা কি একেই বলে? নিজেরাই সিদ্ধান্ত কর যে, এসব কথা মেনে এখন কোন মুখে আমার ওপর এই অপবাদ আরোপ করছো যে, আমি খাতামান্নাবিঈনের মোহর লঙ্ঘন করেছি বা ভঙ্গ করেছি। আসল কথা হলো যদি তোমরা তোমাদের মসজিদে বিদআতের অনুপ্রবেশের অনুমতি না দিতে আর মুহাম্মদ (সা.) খাতামান্নাবিঈন (সা.)-এর সত্যিকার নবুয়্যতে ঈমান এনে তাঁর কর্মপন্থা এবং পদাঙ্ককে ঈমান হিসেবে শিরোধার্য করতে তাহলে আমার আসার প্রয়োজনই বা কি ছিল? তোমাদের এসব বিদআত এবং নিত্য নতুন নবুয়্যতই খোদা তা'লার আত্মাভিমানে আঘাত হেনেছে যেন আল্লাহ্ তা'লা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বেশে এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করতে পারেন যিনি মিথ্যা নবুয়্যতের প্রতিমাকে খণ্ড-বিখণ্ড করে নিশ্চিহ্ন করতে পারেন, আর এই কাজের জন্যই খোদা তা'লা আমাকে প্রেরণ করেছেন। "

তিনি বলেন, "গদ্দিনশীনদের সিজদা করা বা তাদের বাড়ি ঘরের তাওয়াফ করা এগুলো তুচ্ছ এবং সাধারণ কাজ। বস্তুত আল্লাহ্ তা'লা এই জামাতকে সৃষ্টি করেছেন মহানবী (সা.)-এর নবুয়্যত এবং সম্মান পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে। এক ব্যক্তি, যে কারো প্রেমিক আখ্যায়িত হয়, তার মত আরো যদি সহস্র সহস্র থাকে তাহলে তার ভালোবাসার বিশেষত্বই কি থাকলো? অর্থাৎ এক ব্যক্তি যাকে মানুষ ভালোবাসে তার মতই যদি আরো সহস্র সহস্র মানুষ সৃষ্টি হয় যাকে তুমি ভালোবাস, যার প্রতি ভালোবাসা রয়েছে তাহলে তার বিশেষত্বই বা সদগুণের বৈশিষ্ট্যই কি থাকলো? তো এরা যারা দাবি করে যে, তারা রসূল প্রেমে বিভোর, যারা এমন দাবি করে, প্রশ্ন হলো এত দাবিকারী সত্ত্বেও এরা কেন সহস্র সহস্র মাজার এবং মাকবেরার পূজা করে? নিঃসন্দেহে এরা মদীনা শরীফ যায় কিন্তু আজমীর এবং অন্যান্য খানকা বা দরবারেও খালি মাথা এবং খালি পায়ে যায়, পাক পতনের জানালা অতিক্রম করাই যথেষ্ট মনে করে (অর্থাৎ পাক ভারতের বিভিন্ন জায়গা যেখানে এসব বুযূর্গদের জন্ম হয়েছে সেখানে তাদের কবরের এরা পূজা করে এবং সেখানে যায়)। এরা মনে করে যে, পাক পতনের জানালা অতিক্রম করাই যথেষ্ট অন্য কোন নেক কর্মের প্রয়োজন নেই, কেবল এটি হলেই মুক্তি পেয়ে যাবে। কেউ কোন পতাকা উড্ডীন করে রেখেছে, আবার কেউ ভিন্ন কোন আকৃতি ধারণ করেছে। এদের ওরশ এবং মেলা দেখে একজন সত্যিকার মুসলমানের হৃদয় কেঁপে উঠে যে, এরা এসব কি আরম্ভ করে রেখেছে। যদি ইসলামের জন্য খোদার আত্মাভিমান কাজ না করতো আর إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَام (সূরা আলে ইমরান: ২০) যদি খোদার উক্তি না হতো আর তিনি যদি না বলতেন যে, إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ (সূরা হিজর: ১০) তাহলে আজকে নিঃসন্দেহে ইসলাম এমন অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছিল যেখানে এর নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ায় কোন সন্দেহ বাকি থাকতো না। কিন্তু খোদার আত্মাভিমান জেগেছে, তাঁর করুণা এবং তাঁর হিফাযত করার প্রতিশ্রুতির দাবি ছিল হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর বুরূয বা প্রতিচ্ছবিকে নাযেল করা এবং এই যুগে তাঁর নবুয়্যতকে নতুনভাবে জীবিত করে দেখানো। তাই তিনি এই নতুন জামাত প্রতিষ্ঠা করেন আর আমাকে প্রত্যাদিষ্ট এবং মাহদী হিসেবে পাঠিয়েছেন।"

(মালফুযাত, তয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯০-৯২)

এরপর মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আবির্ভূত হওয়ার মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বর্ণনা করতে গিয়ে একবার তিনি বলেন,

"আমাদের আসল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য হলো মহানবী (সা.)-এর প্রতাপ প্রকাশ করা এবং তাঁর মাহাত্ম্য প্রতিষ্ঠা করা। আমার নাম কথা প্রসঙ্গে এসেছে কেননা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাঝে আকর্ষন এবং কল্যাণ সাধনের বৈশিষ্ট্য আছে আর এই কল্যাণ সাধনের প্রেক্ষাপটে আমার উল্লেখ করা হয়েছে।"

(মালফুযাত, তয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৬৯)

অর্থাৎ মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর ভিতর হিত সাধনের বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি বলেন, এই প্রেক্ষাপটেই আমার উল্লেখ এসেছে মাত্র। রসূলে করীম (সা.)-এর কল্যাণ সাধনের বৈশিষ্ট্যই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মর্যাদা দিয়েছে। সুতরাং রসূলে করীম (সা.)-এর কল্যাণের গন্ডি এবং পরিমন্ডলের মাঝে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিলয় হয়েছে আর এখন মহানবী (সা.)-এর উল্লেখের পাশাপাশি তার নিবেদিত প্রাণ প্রেমিকেরও উল্লেখ হলো।

এরপর তার প্রেরীত হওয়ার উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, হাজার বছরের অন্ধকার যুগের ফলে যে নতুন নতুন কথা এবং বিদআতের সূচনা হয়েছিল তার সংশোধন হলো উদ্দেশ্য। এটি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন,

"আমি পুনরায় বলছি আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে যারা আসে তারা অনর্থক কোন কথা বলেন না তারা শুধু এই কথাই বলেন যে, আল্লাহ্‌র ইবাদত কর আর সৃষ্টির সাথে সদ্ব্যবহার কর, নামায পড়। আর ধর্মে যে সমস্ত ভুল ভ্রান্তি অনুপ্রবেশ করেছে সেগুলো অপসারিত করা তাদের কাজ হয়ে থাকে। আমি সেই সব ভুল ভ্রান্তির সংশোধনের জন্য প্রেরীত হয়েছি যা বক্র যুগে সৃষ্টি হয়েছে। মুসলমানদের মাঝে যে বক্র যুগ বা অন্ধকার যুগ এসেছে সেই যুগে এসব সৃষ্টি হয়েছে। আর সবচেয়ে বড় ভুল হলো আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্য এবং প্রতাপকে ধূলিস্মাত করা হয়েছে। আর মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রকৃত এবং গুরুত্বপূর্ণ আর সুমহান একত্ববাদের শিক্ষাকে সন্দেহযুক্ত করা হয়েছে। একদিকে খৃস্টানরা বলে যে, ঈসা (আ.) জীবিত আর আমাদের নবী (সা.) জীবিত নন আর এর ভিত্তিতে তারা ঈসা (আ.)-কে খোদা এবং খোদার পুত্র আখ্যায়িত করে কেননা তিনি দুই হাজার বছর ধরে জীবিত আছেন, কালের কোন প্রভাব তার ওপর পড়ে নি। অপরদিকে মুসলমানেরাও একথা গ্রহণ করেছে যে, ঈসা (আ.) নিঃসন্দেহে জীবিত আকাশে গিয়েছেন এবং দুই হাজার বছর ধরে সেভাবেই জীবিত আছেন। তার অবস্থা আর আকৃতি এবং প্রকৃতির মাঝে কোন প্রকার পরিবর্তন পরিবর্ধন হয় নি আর মহানবী (সা.) ইন্তেকাল করেছেন। আমি সত্য সত্যই বলছি, আমার হৃদয় কেঁপে উঠে যখন আমি এক মুসলমান মৌলভীর মুখে এই কথা শুনি যে, মুহাম্মদ (সা.) ইন্তেকাল করেছেন বা মারা গেছেন। জীবিত নবীকে মৃত রসূল আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এর চেয়ে বড় অসম্মান এবং অবমাননা ইসলামের জন্য আর কি হবে। কিন্তু এটি স্বয়ং মুসলমানদেরই ভ্রান্তি যারা স্পষ্টরূপে কুরআন শরীফের পরিপন্থি এক নতুন কথা সৃষ্টি করেছে। কুরআন শরীফে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যুর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু এই ভুলের সুরাহার দায়িত্ব আমার জন্যই নির্ধারিত ছিল কেননা আমার নাম আল্লাহ্ তা'লা হাকাম রেখেছেন যিনি মীমাংসার জন্য আসবেন। তিনি এই ভ্রান্তি দূরীভূত করবেন। পৃথিবী তাকে গ্রহণ করেনি কিন্তু খোদা তা'লা তাকে গ্রহণ করবেন এবং জোরালো আক্রমনের মাধ্যমে তার সত্যতা প্রকাশ করবেন। এমন কথাবার্তা পৃথিবীর ভয়াবহ ক্ষতি করেছে। তিনি বলেন, এখন এসব মিথ্যা প্রকাশিত হওয়ার সময় এসে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা যাকে হাকাম বানিয়ে বিচারক হিসেবে পাঠিয়েছেন তার সামনে এসব কথা গোপন থাকতে পারে না। দাঈর সামনেও পেট কি কখনো গোপন থাকতে পারে? কুরআন পরিষ্কার সিদ্ধান্ত দিয়েছে যে, শেষ খলীফা মসীহ্ মওউদ হবেন। তিনি এসে গেছেন, এখনো যদি কেউ বক্র যুগের কথা বার্তার অন্ধ অনুকরণ করে তাহলে সে শুধু নিজেরই ক্ষতি করবে না বরং ইসলামের জন্যও ক্ষতিকারক আখ্যায়িত হবে। আর সত্যিকার অর্থে এই ভ্রান্ত এবং অপবিত্র বিশ্বাস লক্ষ লক্ষ ব্যক্তিকে মুর্তাদ করেছে। এই নীতি ইসলামের ভয়াবহ অসম্মান এবং অবমাননা করেছে আর মুহাম্মদ (সা.)-এরও অসম্মান করেছে যখন তারা এই বিশ্বাস করে বসলো যে, ঈসা (আ.)ই মৃতদের জীবনদানকারী, আকাশে আরোহনকারী এবং শেষ ন্যায় বিচারক। তাহলে প্রশ্ন হলো পক্ষান্তরে আমাদের নবী করীম (সা.) তো নাঊযুবিল্লাহ্ কিছুই প্রমাণিত হলেন না অথচ তাকে 'রহমতুল্লিল আলামীন' বলা হয়েছে। আর তিনি 'কাফফাতাল লিন্নাস' অর্থাৎ সমগ্র মানবতার জন্য রসূল হিসেবে এসেছেন। খাতামান্নাবিঈন তিনিই হলেন। যারা মুসলমান আখ্যায়িত হয়েও এমন ভ্রান্ত ও বাজে বিশ্বাস পোষণ করে তাদের আরেকটি বিশ্বাস হলো এখন যত পাখি রয়েছে তাদের কিছু ঈসা (আ.)-এর সৃষ্টি আর কিছু আল্লাহ্ তা'লার, নাঊযুবিল্লাহ্ মিন যালেক। আমি একবার এক একত্ব বাদী ব্যক্তিকে প্রশ্ন করেছি যে, এখন যদি দু'টো প্রাণীকে পেশ করা হয় আর জিজ্ঞেস করা হয় যে, কোনটি আল্লাহ্‌র আর কোনটি ঈসা (আ.) এর তখন সে উত্তর দেয় যে, এগুলো এখন সন্দেহপূর্ণ, এটি এখন মিলেমিশে গেছে, স্পষ্ট করে বলা কঠিন যে, কোনটি কার।"

(মালফুযাত, তয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ২৫১,২৫২)

এখন আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কিছু উক্তি এবং কিছু ঘটনা উপস্থাপন করবো যাতে তার পবিত্র জীবনাদর্শের কিছু দিক ফুটে উঠে আর তা থেকে বোঝা যায় যে, তিনি তার মনীব এবং অনুসরনীয় নেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মর্যাদা এবং মাকামকে শুধু জ্ঞানগত বা যৌক্তিক দিক থেকেই প্রমাণকারী ছিলেন না বরং তার শিক্ষা এবং কর্মের মাধ্যমে ইসলামিক শিক্ষারও ব্যবহারিক প্রতিফলন ঘটে।

একবার আব্দুল হক নামী এক ব্যক্তি সত্য সন্ধানে বা এমনিতেই ঔৎসুক্যবশত বা গবেষণার জন্য কাদিয়ান আসে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে কিছু দিন অবস্থান করে। এই যুবক কলেজের ছাত্র ছিল এবং পূর্বে মুসলমান ছিল আর পরে খ্রিষ্টধর্মে দিক্ষিত হয়। যেভাবে মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন যে, অনেকেই ইসলাম পরিত্যাগ করে এসব কারণে খ্রিষ্ট ধর্মে দিক্ষিত হয়, এ ব্যক্তিও তাদেরই একজন ছিল। বিভিন্ন মুলাকাতে তিনি (আ.) তার সামনে বিভিন্ন মসলা মসায়েল স্পষ্ট করে বর্ণনা করতেন। একবার সে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে সম্বোধন করে বলে যে, এক খ্রিষ্টানের সামনে আপনার নাম নেওয়ার পর সে আপনাকে গালি দেয়, সেই যুবক বলে যে, আমার এটি খুবই অপছন্দ হয়। এটি শুনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) উত্তর দেন, (এখানে তিনি যে উত্তর দিয়েছেন এটি তাঁর উন্নত নৈতিক চরিত্রেরও বহিঃপ্রকাশ) "গালি যে দেয় আমি এর প্রতি ভ্রুক্ষেপ করি না, গালিতে পরিপূর্ণ অনেক চিঠি আসে যার মাশুল দিয়ে আমাকে সেই চিঠি নিতে হয় আর চিঠি খুললে তা গালিতে পরিপূর্ণ দেখি, এছাড়া বিজ্ঞাপনেও গালি দেওয়া হয়।"(আজকালও একই অবস্থা, পাকিস্তানে বড় বড় বিজ্ঞাপন লাগানো হয়) " আর এখন তো খোলা খামে গালি লিখে পাঠানো হয়ে থাকে, তাই এইসব কথায় কি যায় আসে। আল্লাহ্ তা'লার জ্যোতি কি কোনভাবে নির্বাপিত হতে পারে। অকৃতজ্ঞরা সব সময় নবী এবং পূণ্যবানদের সাথে এই আচরণই করেছে। আমি যার বৈশিষ্ট্য সহকারে এসেছি অর্থাৎ ঈসা (আ.), তাঁর সাথে কি ব্যবহার হয়েছে দেখুন। " (এই ব্যক্তি যেহেতু খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে তাই তার সামনে তিনি (আ.) ঈসা (আ.)-এর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন যে, তাকেও গালি দেওয়া হয়েছে এবং গালি দেওয়া হতো আর ক্রুশেও লটকানো হয়েছে।) তিনি বলেন, "আমাদের নবী করীম (সা.)-এর সাথে হেন দুর্ব্যবহার নেই যা করা হয়নি। আজ পর্যন্ত নোংরা প্রকৃতির মানুষ গালি দেয়, আমি মানব জাতির সত্যিকার শুভাকাঙ্খি, যে আমাকে শত্রু মনে করে সে নিজ প্রাণেরই শত্রু।"

(মালফুযাত, তয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১২৬)

যেভাবে আমি বলেছি, আব্দুল হক নামের এই ব্যক্তির সাথে বেশ কয়েকদিন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আলোচনা চলতে থাকে, আর তিনি (আ.) তার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। এরপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, "আমি আপনাকে বারংবার এটিই বলব যে, যতদিন কোন কথা আপনি পুরোপুরি না বুঝবেন ততদিন সে কথা বার বার জিজ্ঞেস করুন। একটি কথাও তো বুঝলেন না অথচ বলে বসবেন যে, হ্যাঁ, আমি বুঝে গেছি-এটি ভাল নয় এর ফলাফল ক্ষতিকর হয়ে থাকে।" এটি তাঁর বড় মনের পরিচায়ক, তিনি বলতেন, বারবার জিজ্ঞেস করবে। মানুষের সামনে সত্য স্পষ্ট করার জন্য তাঁর মাঝে এক উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা ছিল, যেন তারা তা গ্রহণ করতে পারে। এই যুবক খ্রিষ্টান সিরাজ উদ্দীনকেও জানত, যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে প্রশ্ন করেছিল, মসীহ্ মওউদ (আ.) তার উত্তরও দিয়েছেন, যা পরে পুস্তিকাকারেও ছাপা হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, "সিরাজ উদ্দীন, যে এখানে এসেছে, সেও এমনই

করেছে, সে প্রশ্ন করত আর নীরব থাকত আর উত্তরের পর প্রশ্ন করত না। এখানে এসেও তার কোন লাভ হয় নি। প্রতিটি কথায় সে ইতিবাচক সায় দিত আর পূত মন-মানসিকতা নিয়ে তার হৃদয়ে যে সন্দেহ ছিল তা দূরীভূত করার চেষ্টা করেনি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে আর অতিরিক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেনি। যা লিখে নিয়ে এসেছিল তাই জিজ্ঞেস করেছিল। বা মসীহ্ মওউদ (আ.) যা উত্তর দেন সেগুলো শুনে হ্যাঁ, হ্যাঁ করে বা ইতিবাচক সায় দিতে থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আব্দুল হককে বলেন যে, সিরাজ উদ্দীন কি আপনাকে কিছু বলেছে? আব্দুল হক নামের সেই ব্যক্তি উত্তরে বলে যে, হ্যাঁ, সে আমাকে এখানে আসতে বারণ করে যে, সেখানে যেয়ো না, কোন প্রয়োজন নেই। আমরা সত্য পেয়ে গেছি, (অর্থাৎ সেও ইসলাম ধর্ম থেকে খ্রিষ্ট ধর্মে দিক্ষিত হয়েছে অর্থাৎ সে বলে যে, আমরা সত্য পেয়ে গেছি, অর্থাৎ খ্রিষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেছি) তাই আর গবেষণার প্রয়োজন কি আর সে এ কথাও বলেছিল যে, আমি যখন কাদিয়ান যাই তখন আমাকে বিদায় জানানোর জন্য তিনি (আ.) তিন মাইল পর্যন্ত আসেন এবং ঘর্মাক্ত হয়ে যান, অর্থাৎ সেই সিরাজ উদ্দীনকে বিদায় দেওয়ার জন্য মসীহ্ মওউদ (আ.) তিন মাইল পর্যন্ত তার সাথে যান। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আতিথেয়তা এবং উন্নত ও মহান ব্যক্তিত্বেরই পরিচায়ক এটি। বদর পত্রিকার সম্পাদক এই প্রেক্ষাপটে যে নোট লিখেছেন তা হলো, নেক ফিতরত মানুষের মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর স্নেহ এবং সহানুভূতি সম্পর্কে ভাবা উচিত। তাঁর হৃদয়ে বিরাজমান সেই আবেগ এবং উচ্ছ্বাস সম্পর্কে ধারণা করা উচিত যা তাঁর ফিতরত এবং তাঁর প্রকৃতিতে এক প্রাণ রক্ষার জন্য ছিল বা তিন মাইল পর্যন্ত তার সাথে যাওয়া এটি কি কেবল সহানুভূতির বশবর্তী হয়েই করেন নি? অবশ্যই সহানুভূতির বশবর্তী হয়েই তাকে রক্ষা করার জন্য করেছেন নতুবা মিঞাঁ সিরাজ উদ্দীনের সাথে তার কিইবা স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ছিল। কেউ যদি সুস্থ্য প্রকৃতির হয় তাহলে তাঁর (আ.) সহানুভূতির এই যে আন্তরিকতা রয়েছে এটি চিন্তা করেই হিদায়াত পেতে পারে। হে সেই ব্যক্তি যার মাঝে আমাদের জন্য সত্যিকার আন্তরিকতা এবং আবেগ উচ্ছ্বাস রয়েছে তোমার ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ঘর্মাক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। এসম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন, "ঘর্মাক্ত হওয়ার সে এই অর্থ করেছে যে, তিনি উত্তর দিতে পারেন নি। পরিতাপ, আপনার তাকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল যে, সে এখানে অবস্থানকালে নামায কেন পড়ত।সে যখন মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে আসে তখন সে নামাযও পড়ত। তিনি বলেন সে কি এ কথা বলেনি যে, আমার সামনে সত্য স্পষ্ট হয়ে গেছে, আমার সামনে থাকলে আমি কসম দিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করতাম, আর সামনে থাকলে তার কিছুটা হলেও লজ্জা হতো। আব্দুল হক বলে যে, আমি নামাযের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম, সে বলে যে, হ্যাঁ, নামায পড়তাম আর সিরাজ উদ্দীন বলে যে, আমি বলেছিলাম কোন ঠান্ডা জায়গায় গিয়ে আমি সিদ্ধান্ত করব আর খ্রিষ্টান সিরাজ উদ্দীন এ কথাও বলেছিল যে, মির্যা সাহেব খ্যাতি প্রিয়, আমি চারটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলাম সেই চারটি প্রশ্নের উত্তর তিনি ছাপিয়ে দেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন যে, এতে খ্যাতি প্রিয়তার কি আছে, আমি সত্য কেন গোপন করব? সত্য গোপন করলে আমি গুনাহ্গার গন্য হতাম আর পাপ হতো । আল্লাহ্ তা'লা যেখানে আমাকে প্রত্যাদিষ্ট হিসেবে পাঠিয়েছেন সেখানে আমি অবশ্যই সত্য প্রকাশ করব আর যে দায়িত্ব আমার ওপর ন্যাস্ত হয়েছে তা সৃষ্টির কর্ণগোচর করব। আর আমি ভ্রুক্ষেপ করি না যে, কেউ আমাকে খ্যাতিপ্রিয় বলুক বা অন্য কিছু বলুক। আপনি তাকে চিঠি লিখুন যে, সে যেন আরো কিছু দিন এখানে এসে অবস্থান করে।"

সুতরাং যে কাজের প্রতি বা যে কাজের জন্য আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে পাঠিয়েছেন সেই কাজকে শুধু এক ব্যক্তি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেন নি বরং তিনি (আ.) নিশ্চিত ছিলেন যে, এর ফলে অন্যদেরও উপকার হতে পারে এবং ইসলামের প্রকৃত চিত্র স্পষ্ট হতে পারে, তাই তিনি এই উত্তর ছাপিয়ে দেন, কোন যশ বা খ্যাতির জন্য তিনি তা করেন নি। তাঁর প্রতিটি কাজ ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর সম্মান এবং মর্যাদা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে ছিল।

যাই হোক, এই যুবক আব্দুল হকের সাথে ভ্রমণকালে তার অনেক কথা হতো। এক দিন সিরাজ উদ্দীন সংক্রান্ত আলোচনা করতে করতে তিনি (আ.) ঘরের কাছে পৌঁছে যান তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আব্দুল হককে সম্বোধন করে বলেন যে, আপনি আমাদের অতিথি আর কেবল সেই অতিথিই আরাম পেতে পারে যে কৃত্রিমতা মুক্ত। সুতরাং আপনার যে জিনিসের প্রয়োজন হবে নিঃসংকোচে আমাকে জানাবেন। এরপর জামাতকে সম্বোধন করে তিনি বলেন যে, দেখ! ইনি আমাদের অতিথি, তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক হবে তার সাথে একান্ত উন্নত ব্যবহার করা। আর চেষ্টা করা উচিত যেন তার কোন প্রকার কষ্ট না হয়, এটি বলে তিনি ঘরে চলে যান।

(মালফুযাত, তয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ১১০-১১৩)

কেউ যদি সত্য সন্ধানের জন্য আসতেন তাহলে এমন প্রত্যেক ব্যক্তির আতিথেয়তার ব্যাপারে ব্যক্তিগতভাবে তিনি যত্নবান থাকতেন। প্রধানত তিনি নিশ্চিত করতেন যেন সঠিক পয়গাম তার কর্ণগোচর হয় আর জাগতিক এবং বাহ্যিক আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যও যেন সে পুরোপুরি পেতে পারে।

এক রোগীকে দেখতে যাওয়ার একটি ঘটনা আমি তুলে ধরব, এতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) দোয়ার প্রেক্ষাপটে অধুনা যুগের পীর ফকিরদের মত নিজের বড়াই করেননি যে, আমি দোয়া করব বা দোয়া গৃহিত হয় এমন কথা বলেননি বরং খোদার একত্ববাদ এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার নিদর্শন এবং নিজের অবস্থাকে খোদার ইচ্ছার অধীনস্ত করার কথাই তিনি বর্ণনা করেছেন। ঘটনা হল কোরাইশী সাহেব বেশ কয়েকদিন থেকে অসুস্থ্য হয়ে দারুল আমানে হযরত হাকীমুল উম্মত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের চিকিৎসা গ্রহণের জন্য এসেছেন, তিনি বেশ কয়েকবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে দোয়ার আকুতি করেন। তিনি বলেন, আমরা দোয়া করব। এরপর একদিন সন্ধ্যার সময় হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়ালের মাধ্যমে তিনি নিবেদন করেন যে, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যিয়ারতের সম্মান পেতে চাই কিন্তু পা ফুলার কারণে আমি আসতে পারব না বা যেতে পারছি না। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) স্বয়ং ১১ই আগষ্ট তার ঘরে গিয়ে তাকে দেখে আসার প্রতিশ্রুতি দেন। প্রতিশ্রুতি রক্ষার উদ্দেশ্যে ভ্রমণের জন্য বের হয়ে খোদ্দাম পরিবেষ্টিত অবস্থায় সেই ঘরে পৌঁছেন যেখানে এই ব্যক্তি অবস্থান করছিলেন আর রোগের সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে কিছুক্ষণ জিজ্ঞেস করেন, এরপর তবলীগ করতে গিয়ে তিনি বলেন (তবলীগের কোন সুযোগ তিনি হেলায় নষ্ট করতেন না, ইসলামের সত্যিকার শিক্ষা তুলে ধরার চেষ্টা করতেন) আমি দোয়া করেছি, কিন্তু আসল কথা হলো নিছক দোয়া কোন কাজে আসতে পারে না যতক্ষণ খোদার ইচ্ছা এবং সিদ্ধান্ত না আসে। প্রয়োজনের মুখাপেক্ষি মানুষের কতই না কষ্ট হয় কিন্তু শাসকের পক্ষ থেকে একটু বললেই আর মনোযোগ দিলেই সেই কষ্ট দূর হয়ে যায়। যাদের বিভিন্ন অভাব অনটন থাকে আর এর সুরাহার জন্য তারা শাসকের কাছে যায় তাদের কৃপাদৃষ্টিতে তা দূরীভূত হয়। অনুরূপভাবে আল্লাহ্র ইচ্ছায় আল্লাহ্র নির্দেশেই সব কিছু সাধিত হয়। দোয়া গৃহিত হওয়ার বিষয়টি আমি তখন অনুভব করি যখন আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত আসে বা নির্দেশ আসে। আল্লাহ তা'লা বলেছেন 'উদঊনী' আসে কিন্তু একই সাথে 'আসতাজিব লাকুম' -ও রয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ্ যে বলেন যে, দোয়া কর আর দোয়া গ্রহণও আমিই করব অর্থাৎ আমার সিদ্ধান্ত হলেই দোয়া গৃহিত হবে। আর এর জন্য আল্লাহ্র কথা মানা এবং আল্লাহ্র ইবাদত করা হলো শর্ত। তিনি বলেন, গুরুত্বপূর্ণ কথা হলো বান্দার নিজের অবস্থায় এক পবিত্র পরিবর্তন আনা আর অভ্যন্তরীনভাবে আল্লাহ্র সাথে মীমাংসা করা আর তার এটা জানা উচিত যে, পৃথিবীতে সে কোন উদ্দেশ্যে এসেছে আর সেই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য কতটা চেষ্টা করেছে। মানুষ যতক্ষণ খোদা তা'লাকে চরম অসন্তুষ্ট না করে ততক্ষণ কোন কষ্টে নিপতিত হয় না কিন্তু মানুষ যদি নিজের মাঝে পরিবর্তন আনে তাহলে আল্লাহ্ তা'লাও করুনার সাথে তার প্রতি দৃষ্টিপাত করেন। আল্লাহ্ তা'লা করুনার সাথে দৃষ্টিপাত করলেই ডাক্তারও সঠিকভাবে তার রোগ নির্ণয় করার জ্ঞান লাভ করে। তিনি বলেন, আল্লাহ্র জন্য কিছুই কঠিন নয় বরং তাঁর পবিত্র মহিমা হলো, اِنَّمَآ اَمۡرُهٗۤ اِذَاۤ اَرَادَ شَيۡـًٔا اَنۡ يَّقُوۡلَ لَهٗ كُنۡ فَيَكُوۡنُ (সূরা ইয়াসীন: ৮৩) অর্থাৎ তাঁর নির্দেশই যথেষ্ট, তিনি যখন কোন কিছুর সিদ্ধান্ত করেন শুধু বলেন যে, হয়ে যাও আর তা হওয়া আরম্ভ হয়ে যায়। তিনি বলেন, একবার পত্রিকায় পড়েছি যে, একজন ডেপুটি ইন্সপেক্টর পেন্সিল দ্বারা নখের ময়লা বের করছিল, এর ফলে তার হাত ফুলে যায় আর ডাক্তার তখন হাত কাটার পরামর্শ দেয়, সে এটিকে তুচ্ছ বিষয় জ্ঞান করে, ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হলো, সে মারা যায়। অনুরূপভাবে একদিন আমি লেখার

জন্য নখ দিয়ে পেন্সিল প্রস্তুত করি দ্বিতীয় দিন যখন ভ্রমণে বের হই তখন এই ডেপুটি ইন্সপেক্টরের কথা মাথায় আসে আর একই সাথে আমার হাত ফুলে যায়, আমি তখনই আল্লাহ্ তা'লার দরবারে দোয়া করি আর ইলহাম হয় এবং আমি দেখলাম যে, হাত পুরোপুরি সুস্থ্য, কোন ফুলা বাকি ছিল না বা কষ্ট বাকি ছিল না। বস্তত আসল কথা হলো আল্লাহ্ তা'লা যখন কৃপা করেন তখন আর কোন কষ্ট অবশিষ্ট থাকে না। আর এর জন্য শর্ত হলো মানুষের নিজের মাঝে পরিবর্তন আনা। এরপর যাকে তিনি দেখেন যে, এই ব্যক্তি কল্যাণকর এক সত্তা, আল্লাহ্ তা'লা তখন তার জীবন দীর্ঘায়িত করেন। আল্লাহ্ তা'লা যখন দেখেন যে, তার জীবন কল্যাণকর,এর ফলে পৃথিবীর কল্যাণ সাধন হবে তখন আল্লাহ্ তা'লা তাকে দীর্ঘজীবী করেন। এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমও রয়েছে কিন্তু সাধারণত আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার এটিই হয়ে থাকে। তিনি বলেন, আমাদের পুস্তকে এ সম্পর্কে পরিস্কারভাবে লেখা রয়েছে যে, وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِى الْاَرْضِ (সূরা আর রা'দ: ১৮) অর্থাৎ যা মানুষের জন্য কল্যাণকর হয়ে থাকে তা পৃথিবীতে দীর্ঘস্থায়ী অবস্থান করে বা পৃথিবীতে এর অবস্থান দীর্ঘ হয়। অনুরূপভাবে পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলী থেকেও এটি প্রমাণিত হয়, হিজকিল নবীর পুস্তকেও এটি উল্লেখ আছে। তিনি বলেন, মানুষ অনেক মহান কাজের জন্য প্রেরিত হয়েছে কিন্তু যখন সময় আসে সেই কাজ যদি সে সম্পাদন না করে তাহলে আল্লাহ্ তা'লা তাকে মৃত্যু দেন। সেবক বা ভৃত্যকেই দেখ, সে যদি সঠিকভাবে কাজ না করে তাহলে তার মুনিব তাকে ছুটি দিয়ে দেয় বা বিদায় দিয়ে দেয়। তাই আল্লাহ্ তা'লা তাকে কেন প্রতিষ্ঠিত রাখবেন বা জীবিত রাখবেন যে নিজের দায়িত্ব পালন করে না।"

তিনি বলেন, "আমাদের মির্যা সাহেব [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পিতা মরহুম] পঞ্চাশ বছর পর্যন্ত চিকিৎসা করতে থাকেন। তার উক্তি হলো তিনি কোন হাকিমী ব্যবস্থাপত্র পাননি। আসল কথা হলো আল্লাহ্র ইচ্ছা ছাড়া প্রতিটি বিন্দু যা মানুষের দেহে প্রবেশ করে কোন কাজে আসতে পারে না। তাই অনেক বেশি তাওবা এবং ইস্তেগফার করা উচিত যেন খোদার কৃপা হয়, আল্লাহ্র ফযলবারি যখন বর্ষিত হয় তখন দোয়াও গৃহিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা এটিই বলেছেন যে, দোয়া গ্রহণ করব। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে এটিও বলেছেন যে, আমার তাকদীরকে শীরোধার্য কর, তাই যতক্ষণ খোদার সিদ্ধান্ত না হয় দোয়া গৃহিত হওয়ার আশা আমি কমই রাখি। বান্দা খুবই দুর্বল এবং অসহায়, তাই খোদার কৃপাবারির প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত।"

(মালফুযাত, তয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৩১৭-৩১৯)

এরপর তিনি আমাদেরকে আল্লাহ্ এবং বান্দাদের অধিকারের প্রতিও সত্যিকার ইসলামের শিক্ষার আলোকে পথের দিশা দিয়েছেন আর সেভাবে স্বীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন যেভাবে তিনি তাঁর মুনিব এবং অনুসরনীয় নেতা মুহাম্মদ (সা.)-কে দেখেছেন এবং তাঁর কাছে শিখেছেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার অধিকারগুলোর মাঝে সবচেয়ে বড় অধিকার হলো তাঁর ইবাদত করা, আর এই ইবাদত যেন কোন ব্যক্তি স্বার্থভিত্তিক না হয় বরং জান্নাত, দোযখ না থাকলেও তাঁর ইবাদত করা উচিত। আর সেই ব্যক্তিগত ভালোবাসা যা স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির থাকা উচিত তাতে যেন বিন্দুমাত্র তারতম্য না হয়। আজকাল মানুষ বিশেষত ধর্মের বিরোধিরা অনেক আপত্তি করে যে, তোমরা তো লোভ লিপ্সার বশবর্তী হয়ে ইবাদত কর। তিনি বলেন, খোদাপ্রেমের বশবর্তী হয়ে এবং তাঁর ভালোবাসার কারণে তাঁর ইবাদত করা উচিত। তাই এ সকল অধিকারের ক্ষেত্রে জান্নাত, দোযখের প্রশ্ন আসা উচিত নয়। আল্লাহ্র অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে এই প্রশ্ন হওয়া উচিত নয় যে, আমি জান্নাত পাব না দোযখ, বরং খোদার সাথে যে ভালোবাসা আছে সেই ভালোবাসার দাবি হলো তাঁর ইবাদত করা, খোদার কৃপার দাবি হলো তাঁর ইবাদত করা। তিনি বলেন, মানব জাতির ক্ষেত্রে সহানুভূতির প্রেক্ষাপটে আমার ধর্ম বা আমার রীতি হলো যতক্ষণ শত্রুর জন্য দোয়া না করা হবে পুরোপুরি বক্ষ পরিস্কার হয় না। اُدْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ (সূরা মোমেন: ৬১)-এতে আল্লাহ্ তা'লা কোন বিধি নিষেধ আরোপ করেন নি যে, শত্রুর জন্য দোয়া করলে আমি তা গ্রহণ করব না বরং আমার ধর্ম হলো শত্রুর জন্য দোয়া করা এটিও মহানবী (সা.)-এর সুন্নত বা রীতি। হযরত উমর (রা.) এই কারণেই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন। রসূল করীম (সা.) তাঁর জন্য প্রায়ঃশই দোয়া করতেন। তাই কার্পণ্যের ভিত্তিতে ব্যক্তিগত শত্রুতা পোষণ করা উচিত নয় আর কারো জন্য ক্ষতিকর হওয়া উচিত নয়। কৃতজ্ঞতার বিষয় হলো আমাদের এমন কোন শত্রু নেই যার জন্য অন্তত দু'তিনবার দোয়া করিনি, একবারও এমন হয় নি। তাই তোমাদেরকেও আমি এটিই বলব, আর এটিই তোমাদের শিখাচ্ছি। কাউকে সত্যিই কষ্ট দেওয়া হবে আর কার্পণ্যবশত তার প্রতি অন্যায় শত্রুতা পোষনে তিনি ততটাই অসুন্তষ্ট হন যেভাবে তিনি এটা পছন্দ করেন না যে, তাঁর সাথে কাউকে সমকক্ষ করা হবে। যেভাবে তিনি তার সাথে কাউকে শরীক করাকে ঘৃণা করেন তেমনই কারো প্রতি অন্যায় শত্রুতাও খোদা তা'লা চরম ঘৃণা করেন। তিনি বলেন, এক জায়গায় তিনি 'ফাসাল' চান না আরেক জায়গায় তিনি 'ওয়াসাল' চান না। অর্থাৎ এক জায়গায় তিনি দূরত্ব চান না আর এক জায়গায় তিনি মিলিত হতে চান না বা সেই মাকাম চান না যা মিলিত হওয়ার স্থান। তিনি বলেন, অর্থাৎ মানব জাতির পরস্পর বিচ্ছেদ আর অপর দিকে কাউকে তার সাথে না মেলানো। মানব জাতি পরস্পর ঝগড়া করবে, বিবাদ করবে, নৈরাজ্যে লিপ্ত হবে, একজনের মুখ থাকবে এক দিকে অপরজনের ভিন্ন দিকে এটিকে বলা হয় 'ফাসাল" এটি খোদা তা'লা পছন্দ করেন না। আর আল্লাহ্ তা'লার সাথে কাউকে যুক্ত করা বা মেলানো, তাঁর সমকক্ষ দাঁড় করানো, তাঁর শরীক আখ্যায়ীত করা এটিকে বলা হয় 'ওয়াসাল', আল্লাহ্ তা'লা এটি পছন্দ করেন না। তিনি চান না যে, মানুষ পরস্পরকে পরিত্যাগ করুক। আল্লাহ্ তা'লা চান তারা মিলে মিশে থাকুক, প্রেম ভালোবাসার বন্ধনে তারা জীবন যাপন করুক। তারা যেন পরস্পরকে একে অন্যের সমান মনে করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা নিজের জন্য এক এবং অনন্যতাকে পছন্দ করেন। আল্লাহ্ চান না তাঁর সাথে কাউকে শরীক করা হোক। রীতি হলো, অস্বীকারককারীদের জন্য দোয়া করার ফলে বক্ষ পরিস্কার হয় এবং বক্ষ উন্মোচিত হয়, মনোবোল দৃঢ় হয়। তাই যতদিন আমাদের জামাত এই রীতি অবলম্বন না করবে আমাদের জামাত এবং অন্যদের মাঝে কোন পার্থক্য থাকবে না। আমার মতে যে ব্যক্তি কোন ব্যক্তির সাথে ধর্মীয় খাতিরে বন্ধুত্ব করে,তার উচিত আত্মীয়স্বজনের মাঝে যে পদমর্যাদায় খাটো তার সাথেও অত্যন্ত কোমল এবং নমনীয় আচরণ করা এবং তাদেরকে ভালোবাসা কেননা খোদার মাহাত্ম্য এবং মর্যাদা হলো তিনি পাপিদেরকেও পুণ্যবানদের সাথে ক্ষমা করেন।

সুতরাং তোমরা যারা আমার সাথে সম্পর্ক রাখ তোমাদের উচিত এমন জাতিসত্তায় পরিণত হওয়া যে জাতি সম্পর্কে বলা হয়েছে- "ফাইন্নাহুম কাউমুন লা ইয়াশকা জালিসুহুম" অর্থাৎ তারা এমন এক জাতি যাদের সহাবস্থানকারীরা অর্থাৎ তাদের সাথে যারা বসে তারাও দুর্ভাগ্য নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে না। এটি সেই সব শিক্ষার সার কথা যা "তাখাল্লাকু বে আখলাকিল্লাহ্র' অধীনে বর্ণনা করা হয়েছে।"

(মালফুযাত, তয় খণ্ড, পৃষ্ঠা- ৯৬-৯৭)

সুতরাং এই হলো কয়েকটি কথা যা আমি বর্ণনা করেছি সেই মহান ভান্ডার থেকে যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরসামনে সত্যিকার ইসলামী শিক্ষা এবং রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর আদর্শ অনুসারে তুলে ধরেছেন। আর এটি থেকে প্রকাশিত হয় যে, তিনি (আ.)-ই রসূলে করীম (সা.) এবং কুরআনী শিক্ষাকে অবলম্বন এবং নিজের জীবনে বাস্তবায়নকে শিরোধার্য করার দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি শুধু খতমে নবুয়্যতের নারা উত্তোলন করেননি বা নারা উচ্চোকিত করেননি বরং তাঁর প্রতিটি কথা ও কর্ম তাঁর মুনিব ও অনুসরনীয় নেতার আনুগত্যে ছিল। আর এই শিক্ষা এবং এই শরীয়তকেই প্রতিষ্ঠা করার এক ব্যকুলতা তাঁর মাঝে বিরাজমান ছিল যেন পৃথিবীর মানুষ বুঝতে পারে যে, সেই আকর্ষণীয় শিক্ষা যা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওপর অবতীর্ণ হয়েছে এটিই সত্যিকার মুক্তির উপায়,আর স্বীয় মান্যকারীদেরকেও তিনি এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার নসীহত করেছেন এবং দিক নির্দেশনা দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতভুক্ত হওয়ার সুবাদে যে দায়িত্ব অর্পিত হয় তা পালনের তৌফিক দান করুন, এবং ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত ও সুন্নত অনুসারে এর ওপর কায়েম বা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার তৌফিক দানের পাশাপাশি মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা এবং মাকামের সত্যিকার জ্ঞান ও ব্যুৎপত্তিও যেন আমাদেরকে দান করা হয়, আমরা যেন ইসলামের সত্যিকার চিত্র পৃথিবীর সামনে তুলে ধরতে পারি, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে সেই তৌফিক দান করুন। (আমীন)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9915865619
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

Title Code: PUNBEN00001

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

Vol. 1 Thursday, 2nd June, 2016 Issue No. 13

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417020616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL : Rs. 300/-

জরুরী ঘোষণা

যদি আপনি কুরান মজীদের বিধি-নিষেধ, মহা নবী (সা.)-এর হাদিস এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) খুতবা ও ভাষণসমূহ থেকে উপকৃত হতে চান, এবং যদি আপনি নিজের পরিবারের প্রকৃত সংশোধনের জন্য কুরানীয় জ্ঞান শিখতে চান তবে বদর পত্রিকা অবশ্যই পড়ুন। বদর পত্রিকা সম্পর্কে পরিচিত হতে পত্রিকার একটি নমুনা সংগ্রহ করুন। পত্র অথবা ফোনের মাধ্যমে অর্ডার করুন।

ম্যানেজার সাপ্তাহিক বদর কাদিয়ান
ফোন নম্বরঃ +91 94170-20616

ওয়াকফে আরযির বরকতময় আন্দোলনে অংশ নিন

সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মো'মিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.) খুতবা জুমা প্রদত্ত ২০০৪ সালে বলেন, "প্রত্যেক আহমদীর কর্তব্য হল বছরের একবার বা দুইবার এক সপ্তাহ পর্যন্ত ওয়াকফে আরযি করা। "

যেহেতু এই সময় ভারতের অধিকাংশ স্কুল কলেজে গ্রীষ্মের ছুটি পড়তে চলেছে, তাই জামাতের সদস্যদের নিকট বিশেষ করে যারা উপরের শ্রেণীতে পড়ে, আবেদন করা হচ্ছে যে, তারা যেন সৈয়্যদানা হযরত আমীরুল মো'মিনীন (আই.)-এর বরকতময় নির্দেশ পালনপূর্বক সমধিক হারে ওয়াকফে আরযীর কাজে এক বা দুই সপ্তাহ ব্যয় করে এর বরকত ও কল্যাণ অর্জন করেন।

(নাযারত ইসলাহ ও ইরশাদ, তালীমুল কুরান, ও ওয়াকফে আরযী কাদিয়ান)

একের পাতার পর....

আমি অসুস্থ্য এবং আমার শারিরিক অবস্থা এমনই যে, যদি এক বেলা অনাহারে থাকি তবে অমুক অমুক অসুস্থায় জরাজীর্ণ হব, তবে এমন ব্যক্তি যে খোদা তা'লার নিয়ামতকে (আশিস) স্বয়ং নিজের উপর বোঝা মনে করে তাহলে কিরূপে এই পুণ্যের অধিকারী হতে পারে? হ্যাঁ তবে ঐ ব্যক্তি যার অন্তর এই বিষয়ে আনন্দিত যে, রমযান এসেছে আর এর অপেক্ষায় ছিল যে রমযান এলে রোযা রাখব। কিন্তু এর পর সে অসুস্থতার কারণে রোযা রাখতে পারে নি তবে সে উর্দ্ধলোকে রোযা থেকে বঞ্চিত হবে না। এই দুনিয়ায় বহুলোক বাহানা বাজ আছে এবং তারা মনে করে যে, যেভাবে আমরা দুনিয়াবাসীকে ধোকা দিয়ে থাকি অনুরূপভাবে খোদাকেও ধোকা দিতে পারব। বাহানাবাজ নিজের নিয়ম নিজেই তৈরী করে এবং ভনিতাযুক্ত করে তাদের নিয়মকে সঠিক বলে মান্যতা দান করে কিন্তু খোদা তা'লার নিকট তা সঠিক নয়। ভনিতার অধ্যায় অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। যদি মানুষ চায় তবে ভনিতা করে সারা জীবন বসে নামায পড়তে পারে আর রমযানের রোযা পুরোটাই পত্যিাগ করে, কিন্তু আল্লাহ তা'লা তার নিয়্যত ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত যে কে সত্য ও নিষ্ঠাবান। খোদা তা'লা জানেন যে, তার হৃদয়ে বেদনা আছে আর খোদা তা'লা তাকে পুণ্যের চায়তেও বেশি দান করেন। কেননা ব্যাথাতুর হৃদয় একটি মূল্যবান জিনিস। বাহানা হল সেই জিনিস যা মানুষ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের উপর নির্ভর করে, কিন্তু খোদা তা'লার নিকট নির্ভরতা কোন মূল্য রাখে না। যখন আমি ছয় মাস রোযা রেখেছিলাম, তখন নবীদের একটি জামাত (দিব্য-দর্শনে) আমার সঙ্গে মিলিত হয়। এবং তাঁরা বলেন, তুমি কেন নিজের প্রাণকে এত কষ্টের মধ্যে নিপতিত করেছ। এর থেকে বেরিয়ে এস। অনুরূপভাবে মানুষ যখন খোদা তা'লার কারণে নিজেকে কষ্টের মুখে ফেলে তখন খোদা তা'লা স্বয়ং মাতা-পিতার ন্যায় সদয় হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করে যে কেন নিজেকে এত কষ্টের মধ্যে রেখেছ।

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা-৫৬১-৫৬৪, এডিশন, ২০০৩, কাদিয়ান)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার একটি শক্তিশালী প্রমাণ

আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত আকদস মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব কাদিয়ানী মসীহ মওউদ ও মাহদী মাহুদ (আ.) ইসলামের সত্যতা এবং মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে তাঁর আধ্যাত্মিক সম্পর্কের বিষয়ে একাধিক বার খোদা তা'লার কসম খেয়ে বলেছেন যে, তিনি খোদা তা'লান পক্ষ থেকে এসেছেন। তাঁর এধরণের অনেকগুলি বাণী ও উক্তি একত্রিত করে

'খোদা কি কসম'

নামে প্রকাশিত হয়েছে। পুস্তকটি সংগ্রহ করতে ইচ্ছুক ব্যক্তিগণ ডাকযোগে/ ই-মেল যোগে বিনামূল্যে সংগ্রহ করুন।

E-Mail: ansarullahbharat@gmail.com
Ph:01872-220186, Fax: 01872-224186
Postal Address: Aiwan-e-Ansar, Mohalla Ahmadiyya , Qadian,-143516, Punjab
For On-line Visit: www.alislam.org/urdu/library/57.html

পদাধিকারদের নির্বাচন সম্পর্কিত হুযুর আনোয়ার (আইঃ) -এর একটি নতুন নির্দেশ।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল-খামেস (আইঃ) খুতবা জুমআ, প্রদত্ত ১২ জানুয়ারী, ২০১৬ তরিখের খুতবায় বলেন,

"আমাদের এই বিষয়টি পূর্বের চেয়ে অনেক বেশী বোঝার প্রয়োজন রয়েছে যে, আব্দুল্লাহ্ হিসেবে আমরা নিজেদের দায়িত্ব কিভাবে পালন করতে পারি, আমরা কিভাবে নিজেদের হঠকারিতা এবং আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতে পারি। নির্বাচনের সময় এমন প্রশ্নাবলী উঠে আসে যখন কোন সময় সংখ্যা গরিষ্ঠের মতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়, তখন মানুষ এমন প্রশ্নের অবতারণা করে।

এই বছরটি আমাদের জামাতে নির্বাচনের বছর। এ বছর নির্বাচন হবে। অতএব এই দৃষ্টিকোণ থেকে সবার উচিত নিজেদের চিন্তা-ধারার সংশোধন করা। দোয়ার পর সকল প্রকার সম্পর্ক এবং আত্মীয়তাকে ভুলে গিয়ে নিজেদের নির্বাচনের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করুন, এরপর যে সিদ্ধান্ত দেওয়া হয় তা সানন্দে গ্রহণ করুন। আমিত্ব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে সিদ্ধান্ত করুন।

অঙ্গ সংগঠন গুলোর ক্ষেত্রেও এমন প্রশ্ন সামনে আসে। মাত্র দু'দিন পূর্বেই কোন একটি দেশের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র নির্বাচন হয়, সেখান থেকে আমার কাছে পত্র এসে যায় যে, অমুককে কেন মনোনীত করা হলো, অমুককে কেন করা হলো না, এই তো এই মহিলা এমন। তো এমন আজেবাজে চিন্তাধারা থেকে আমাদের দূরে থাকা উচিত। একটি নির্দিষ্ট কাল বা সময়ের জন্য যাকেই মঞ্জুরী দেওয়া হয় সকলের উচিত তাঁকে পূর্ণ সহযোগিতা করা।

(আল-ফযল ইন্টার ন্যাশনাল,১লা এপ্রিল, ২০১৬, পৃষ্ঠা-১৩)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badr, at Fazle-Umar Printing Press, Harchowal Road Po.Qadian, Distt.Gurdaspur-143516, Punjab, India.And Published at office of the Weekly Badr Moh-Ahmadiyya, Harchowal Road Po.Qadian Dist. Gsp-143516,Punjab.India.Editor: Tahir Ahmad Munir